যুগান্তর

তারিখ: 12 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...১... ......

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট

একটি শোকদিবসকে যে ক্রমাগত পরিচর্যার মাধ্যমে একসময়ে ক্ষুরধার শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে, মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উহার একটি প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। আজ নিশঙ্কচিত্তে বলা চলে, মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনের এই দিনটি পর্যায়ক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, স্বাধিকার সংগ্রাম তথা অমল ধবল স্বাধীনতার উৎস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক দিনটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পাইয়াছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে। অতঃপর বাঙালি হিসাবে আমরা তো এহেন গর্ব করিতেই পারি যে, অন্তত এই দিবসটিকে উপলক্ষ করিয়া পৃথিবীর প্রতিটি দেশের জাতিগোষ্ঠীসমূহ তাহাদের প্রাণপ্রিয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে স্মরণ করিবার অবকাশ পাইয়াছে। বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলি অন্যান্য আগ্রাসী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রবল দাপটের মুখেও নিজেদের মুখের বুলি সুরক্ষায় প্রাণপণ প্রয়াস চালাইতেছে। আর এইখানেই সুমহান একুশে ফেব্রুয়ারির গভীর তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব। তাই বলিয়া আমাদের আত্মশ্লাঘার অবকাশ নাই। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যেই সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির সূচনা হইয়াছিল, উহা পূর্ণতা পায় নাই আজও। স্বাধীনতার ৩৮ বৎসর অতিবাহিত হইলেও আমরা মাতৃভাষা বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতিকে একটি সামগ্রিক সুষ্ঠু ও সমন্বিত অবয়বে রূপ দিতে পারি নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অবশ্য অনেক পূর্বেই বাঙালি সত্তার জয়গান গাহিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, আমরা মুসলমান, হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ ইহা যেমন সত্য, উহার চাইতেও বড় সত্য হইল আমরা বাঙালি। দুঃখজনক হইল, পরবর্তীকালে নিছক রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের নিমিত্ত সর্বাগ্রে ধর্মীয় পরিচয়কে বড় করিয়া দেখিবার প্রয়াস চালাইয়াছে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী। যেই কারণে তাহারা বাংলা ভাষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুনজরে দেখে নাই। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট। ২০০১ সালের ১৫ মার্চ জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানকে লইয়া তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (বর্তমানেও তিনি প্রধানমন্ত্রী) ১৯ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। দুঃখজনক হইল, দীর্ঘ ৮ বৎসর পরও উহার কাজ অসমাপ্ত রহিয়াছে। ২০০১ সালে অক্টোবরে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসিবার পর এই প্রকল্প লইয়া চলিতে থাকে টালবাহানা। এমনকি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া পূর্বতন ভিত্তিফলকটি পর্যন্ত তুলিয়া ফেলা হয়। তদুপরি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটির নিকট হইতে ঘুষ আদায়ের কৌশল হিসাবে ভবন নির্মাণের কাজও বন্ধ রাখা হইয়াছিল দীর্ঘদিন। পরবর্তীকালে ইন্সটিটিউটের নির্মাণ পুনরায় শুরু হইলেও কাজ চলিয়াছে শম্বুকগতিতে। চলতি বৎসরের জুলাই মাস নাগাদ শেষ হইবার কথা। এই ঘটনা হইতেই স্পষ্ট যে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি লালনের বিপক্ষে কাহারা সক্রিয় ছিল। মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হইলে কেবল বাংলা ভাষার চর্চাই বাড়িবে না দেশের অন্যান্য ভাষাও প্রাণ ফিরিয়া পাইবে। এই প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত হইবে বর্ণমালাসহ সকল ভাষার নিদর্শনসমূহ। বাঙালিসহ সকল জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও মনন চর্চার কেন্দ্র হইবে এই প্রতিষ্ঠানটি। ইহাকে অবলম্বন করিয়া শত ফুল বিকশিত হইবে। বাংলা ভাষাকে আধুনিক, প্রমিত, সমৃদ্ধ, সমন্বিত ও উন্নত করিবার লক্ষ্যে এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের বিকল্প নাই। বর্তমান সরকার ভাষা ইন্সটিটিউটের কাজ যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করিয়া উপরোক্ত বিষয়ে উদ্যোগী ও আন্তরিক প্রয়াস লইবে বলিয়াই প্রত্যাশা।